এই পরিষেবা মূলত কৃষি, স্বাস্থ্য, পরিবেশ, বাস্তুবিদ্যা বিষয়ক মুদ্রণযোগ্য মাসিক তথ্য পরিষেবা। পশ্চিমবঙ্গ, আসাম, ত্রিপুরা, বাংলাদেশ সহ বাংলা ভাষাভাষী অঞ্চলের দুই শতাধিক পত্রপত্রিকা এই তথ্য প্রকাশ করে। বার্ষিক চাঁদা দিয়ে গবেষক, ছাত্র, সাংবাদিক, স্বেচ্ছাসেবী সংস্থা সহ আগ্রহীরা গ্রাহক হতে পারেন।

সংবাদ পরিষেবা

নভেম্বর ২০১০

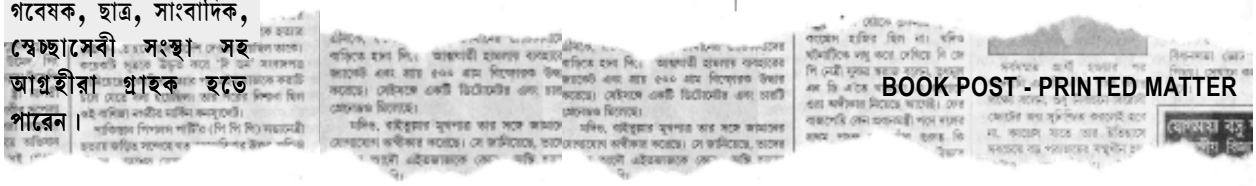

BOOK POST - PRINTED MATTER

বিরুদ্ধতার চাবুক...

১৬/২৪৬

বিটি বেগুনের পর কৃষকের রাগ গিয়ে পড়েছে বিটি ধানে। বিটি ধানের খেত কৃষক জ্বালিয়ে দিয়েছে। ঘটনাটি ঘটেছে খোদ ব্যাঙ্গালোরে। ওখানে কৃষি বিজ্ঞান কেন্দ্র খামারে জিএম ধানের পরীক্ষা হয়েছিল। কৃষকরা জানতে পেরে ওই ধানের কিছুটা আগুন দিয়ে দেয়। জিএম ধান নিয়ে কর্ণাটকের কৃষকরা সরব বেশ কিছুদিন। কর্ণাটক রাজ্য রায়তি সংঘ এই নিয়ে জোর কদমে প্রচার চালাচ্ছে। এইসব খবর দিল টিএনএন ১৮ নভেম্বর ২০১০।

বিজয় মিছিল!

১৬/২৪৭

উত্তরাখণ্ডে দেশি বীজের চল বাড়ছে। এই বীজের ভেতর ধান, রাজমা, মাড়োয়া, গম ইত্যাদি আছে। এই বীজের চল বাড়ানোর পেছনে আছেন বিজয় জাদ্ধারি। জাদ্ধারি ওখানে এই বীজ বাঁচাওকে আন্দোলনে পরিণত করেছেন। এইভাবেই উত্তরাখণ্ডের রাসায়নিক সার কমবে, জৈব বৈচিত্র বাঁচবে, এমনই ভেবেছেন তিনি। খবর দিচ্ছে ডেলি পায়োনিয়ার ১২ মে ২০১০।

কর্ণাটকী

১৬/২৪৮

কর্ণাটকে তুলো চাষ সমস্যায়। সমস্যা ওখানে দেশি তুলোবীজের ঘাটতিতে। এই ঘাটতি বিশেষ করে কর্ণাটকের মাইসোর জেলার এইচ ডি কোটে এলাকায়। এখানে সবই বিটি তুলোবীজ। সমস্যা ওখানে অন্য এলাকাতেও। রায়চুড়, হাভেরি, হুবলি, নাঞ্জাগুড় সর্বত্রই একই কথা, চার এলাকাতেই বিটি বীজ নেওয়ার জন্য জবরদস্তি চলছে। খবর দিচ্ছে হিন্দু ১৪ নভেম্বর ২০১০।

Ctrl. S গ্রাম

১৬/২৪৯

সরকার গ্রামে তথ্যপ্রযুক্তি শিক্ষা ছড়াতে চাইছে। এইজন্য কমপিউটার ভাড়া পাওয়া যাবে। ভাড়া দিনে ১৫-২০ টাকা। এই কাজ পরীক্ষামূলক। কাজটা করবে কেন্দ্রের তথ্যপ্রযুক্তি ও যোগাযোগ মন্ত্রক। খবর দিল অক্টোবর ২০১০-এর টেরা গ্রিন।

মধুময় ঝঞ্ঝাট

১৬/২৫০

পাঞ্জাবের মধু চাষ বিপাকে। কারণ রফতানি সংকট। কারণ আমেরিকা ও ইউরোপীয় ইউনিয়ন অ্যান্টিবায়োটিক যুক্ত এই মধুকে অতিমাত্রায় সন্দেহজনক বলছে। ইউরোপীয় ইউনিয়ন ভারতের মধু আমদানিই পুরোপুরি নিষিদ্ধ করেছে। আমেরিকাও ভারতের ৫০টিন মধু আটকে রেখেছে ও আমদানি আইন ভাঙার অপরাধে ৮ কোটি মার্কিন ডলার জরিমানা করেছে।

If undelivered please return the newsletter to our project office
DRCSC, 58A, Dharmatala Road, Bosepukur, Kasba, Kolkata - 42. Ph: 2442 7311, 2441 1646, E-mail: drcsc@vsnl.com, Website: www.drcsc.org

খাব না চড়বো ?

১৬/২৫১

জৈব জ্বালানি ব্যবহারেও রাশ টানতে হবে। গ্রিনহাউস গ্যাস কমাবে এই জ্বালানির ব্যবহার। কিন্তু এই জ্বালানির জন্য ভেরেন্ডার চাষ বাড়বে। ফলে টান পড়বে খাদ্যশস্যের জমিতে। এমনই বলেছেন মাননীয় মন্ত্রী জয়রাম রমেশ। বলেছেন সোসাইটি ফর ইন্ডিয়ান অটোমোবাইল ম্যানুফ্যাকচারার্স-এর এক সভায়। জলবায়ু বদলের বিপদে দেশে দেশে ডিজেলে ৫ শতাংশ জৈব জ্বালানি ব্যবহারের কথা হয়েছে। কিন্তু এই জ্বালানি উৎপাদনে সাবধানী হওয়া জীবনধারণের জন্য জরুরি। এইসব খবর এল জিন ক্যাম্পেন-এর সূত্রে।

পর্বতারোহণ

১৬/২৫২

শিবালিক পাহাড় দেশের প্রথম 'আন্তঃরাজ্য সংরক্ষিত জীব-পরিমণ্ডল' রূপে গণ্য হতে চলেছে। পরিমণ্ডলে থাকছে পাঞ্জাব, হরিয়ানা, হিমাচল প্রদেশ, জম্মু-কাশ্মীর ও উত্তরাখণ্ড প্রভৃতি রাজ্য। সংস্কৃতি ও ভূবিদ্যামাফিক শিবালিক পাহাড়ের ভূমিকা অতি গুরুত্বের। কিন্তু বেপরোয়া খনিজ তুলে সমগ্র অঞ্চল বিশেষভাবে ক্ষতিগ্রস্ত। জীব-পরিমণ্ডলের তকমা পেলে এইসব দিকে সুরাহা হবে আশা। টেরা গ্রিন অক্টোবর ২০১০ এসব জানাল।

তিমি-র

১৬/২৫৩

জাপানে তিমি খাওয়া বাড়ছে। তিমির মাংস গ্রহণে উৎসাহ দিতে জাপানে সরকারি স্কুলে কম দামে তিমির মাংস দুপরের খাওয়ায় জুড়ে দেওয়া হয়েছে। প্রাথমিক ও জুনিয়র মিলে এই স্কুল সংখ্যা ২৯,৬০০। এমন সব খবর দিল অক্টোবর ২০১০-এর টেরা গ্রিন।

ধোঁয়াশা

১৬/২৫৪

যানবাহন দূষণে ডায়াবেটিস বাড়ে। এক জার্মান বিজ্ঞানীদল এসব বলছে। তাদের গবেষণায় প্রকাশ, ব্যস্ত রাস্তার একশো মিটারের ভেতর বাড়ি থাকলে এই আশঙ্কা বেশি। গাড়ির ধোঁয়ায় মূলত থাকে নাইট্রোজেন-ডাই-অক্সাইড ও সূক্ষ্ম ধূলিকণা। এর সঙ্গে নাকি ডায়াবেটিসের জম্পেশ যোগ। ভারত সহ এশীয় দেশগুলোয় এই ডায়াবেটিস উদ্বেগের কারণ। গবেষণায় বলা হয়েছে এমন সব কথা। খবর দিল ডাউন টু আর্থ অক্টোবর ২০১০ প্রথম পাক্ষিক।

অ ভয়ারণ্য

১৬/২৫৫

২১০০ সালের মধ্যে পৃথিবীর আর্দ্র-গ্রীষ্মমণ্ডলীয় বনের উদ্ভিদ ও প্রাণী সংখ্যা বর্তমান সংখ্যার অর্ধেকে দাঁড়াবে। বিশ্বের মোট উদ্ভিদ ও প্রাণী প্রজাতির অর্ধেকেরও বেশি আছে আর্দ্র-গ্রীষ্মমণ্ডলের অরণ্যে। কিন্তু কাঠসংগ্রহ, কৃষি ও বসতির জন্য অরণ্য-নিধনের ফলে এমন ঘটছে। জলবায়ু বদলের কারণে মধ্য ও দক্ষিণ আমেরিকার আর্দ্র-গ্রীষ্মমণ্ডলীয় অরণ্যের জীব বৈচিত্রের দুই-তৃতীয়াংশ হ্রাস পাবে। বিজ্ঞানীদের আশঙ্কা, জলবায়ু বদল ও বর্তমান হারে অরণ্য ধ্বংস আমাজন অববাহিকার ৮০ শতাংশের বেশি জীব বৈচিত্রকে লোপাট করবে। আফ্রিকার অরণ্যে এই বৈচিত্র হ্রাসের পরিমাণ দাঁড়াবে প্রায় ৭০ শতাংশ। এশিয়ার মধ্য ও দক্ষিণ প্রশান্ত মহাসাগরীয় দ্বীপপুঞ্জে এই ধরনের অরণ্যে জীব বৈচিত্র ৬০ থেকে ৭৭ শতাংশ লুপ্ত হবে। তবে এক্ষেত্রে কারণ জলবায়ু বদল নয়, কাঠ, কৃষি, বসতি ইত্যাদির জন্য বৃক্ষছেদন। অক্টোবর ২০১০-এর টেরা গ্রিনে এই সব খবর আছে।

কীআছে কপা লে!

১৬/২৫৬

উষ্ণায়নের ফলেই লে-র মেঘভাঙা বৃষ্টি। এমনই বলছে পুনার ইন্ডিয়ান ইনস্টিটিউট অফ ট্রপিক্যাল মেটিওরলজির বিজ্ঞানীরা। তাদের বক্তব্য, উষ্ণায়নের দরুন বর্ষাকালে এইরকম দুর্যোগের ঘটনা বাড়ছে। উত্তর গোলার্ধের গড় তাপমাত্রা ১৫ ডিগ্রি সেলসিয়াস। কিন্তু দেখা গেছে সেই তাপমাত্রা বেড়ে ১৫.৭ সেলসিয়াসে পৌঁছোবে। উষ্ণায়নের দরুন নিম্নচাপ এলাকা সরে যায় উত্তর-পশ্চিমে, যার দরুন মৌসুমী বায়ু লে-র অঞ্চলে পৌঁছে যায়। সাধারণত রাজস্থানের শুকনো এলাকার থেকেও লে-তে বৃষ্টিপাত কম। সংস্থার তরফে বলা হয়েছে উত্তরের শুকনো ঠান্ডা মেরুবায়ুর সঙ্গে দক্ষিণের উষ্ণ-আর্দ্র সামুদ্রিক গ্রীষ্মকালীন বায়ু মিশে এই মেঘ ভাঙা বৃষ্টি। খবর দিল আগস্ট ২০১০-এর গ্রিন ফাইল।

পুনঃমুদ্রণের সময় অনুগ্রহ করে 'পরিষেবা' কথাটি উল্লেখ করবেন। মুদ্রিত লেখাটি সার্ভিস সেন্টারের ঠিকানায় পাঠান

জার্মান জেদ

১৬/২৫৭

জলবায়ু পরিবর্তনের সমস্যা ভাবিয়ে তুলেছে গোটা বিশ্বকে। জার্মানি সহ কয়েকটি রাষ্ট্রই কেবল এই ব্যাপারে আন্তরিক। দিল্লি সাসটেনেবল ডেভলপমেন্ট সামিট-এ এই দেশগুলো জানিয়েছে সারা বিশ্ব যা করছে করুক, তারা তাদের কার্বন ফুটপ্রিন্ট কমাবেই। ভারতে এইরকম দৃঢ়তার কথা শোনা যায়নি। এসব খবর আছে টেরা গ্রিন-এর অক্টোবর ২০১০-সংখ্যা।

সফেদ হাতি

১৬/২৫৮

হাতি সংরক্ষণে গতি আনতে সরকার হাতিকে হেরিটেজ অ্যানিম্যাল হিসেবে ঘোষণার সিদ্ধান্ত নিয়েছে। এর জন্য বন্যপ্রাণী সুরক্ষা আইনের সংশোধন ও টাইগার কনজারভেশন অথরিটির মতো ন্যাশনাল এলিফ্যান্ট কনজারভেশন অথরিটি গঠনের কাজও শুরু হয়েছে। লোকসভার শীত অধিবেশনে সংশোধনীটি পেশ করা হবে বলে বলছেন কেন্দ্রীয় বন ও পরিবেশ মন্ত্রী জয়রাম রমেশ। প্রজেক্ট এলিফ্যান্টের টাস্ক ফোর্সের প্রধান পরিবেশবিদ মহেশ রঙ্গরাজনের মত, প্রকল্পটির সফল রূপায়ণে প্রয়োজন হাতি অভয়ারণ্যের সংখ্যা বৃদ্ধি, হাতির সংখ্যার উপর নজর, চোরাশিকার, মানুষ-হাতির সংঘাত ও উন্নয়ন-উদ্যোগের নিয়ন্ত্রণ। স্থানীয় অধিবাসীদের হাতির বাসস্থান থেকে সরিয়ে ফেলাও এজন্য জরুরি। গত মাসের টেরা গ্রিন সূত্রে এসব জানা গেল।

নিচু অধিকার

১৬/২৫৯

মাইনস অ্যান্ড মিনারেলস খসড়া বিলে একটা জরুরি বিষয় এসেছে। বলা হয়েছে তোলা খনিজ সম্পদ থেকে বছরে যা লাভ হবে, মাইনিং সংস্থাকে প্রকল্প এলাকার বাসিন্দাদের তার ২৬ শতাংশ দিতে হবে। বিভিন্ন বণিক সংগঠন সরকারের এই সিদ্ধান্তে অখুশি। জানাল আগস্ট ২০১০-এর গ্রিন ফাইল।

জলের মতো সমাধান

১৬/২৬০

দেশজুড়ে ভূগর্ভ জলের ঘাটতি মেটাতে কেন্দ্র এক উদ্যোগ নিল। জলসম্পদ মন্ত্রক রিমোট সেনসিং কারিগরি দিয়ে দেশের মাটির নীচের জলভাণ্ডারের মানচিত্র বানাবে। মানচিত্রমাফিক যেখানে অবস্থা খুব খারাপ সেখানে জরুরি ভিত্তিতে জলপূরণের ব্যবস্থা নেবে। বাজেটের ৩০ শতাংশ এই জলভাণ্ডার পূরণে ব্যয় হবে। জাতীয়, রাজ্য ও জেলাস্তরে এই উদ্দেশ্যে রিসোর্স সেন্টার খোলা হবে। জলভাণ্ডারের মানচিত্র সব রাজ্য সরকারকে পাঠানো হবে। প্রাকৃতিক উপায়ের পাশাপাশি অন্য উপায়েও পুকুর, লেক থেকে জল নিয়ে নলকূপের সাহায্যে মাটির নিচের জলভাণ্ডারে পাঠানো হবে। গ্রিন ফাইল আগস্ট ২০১০-এর সুবাদে এইসব খবর।

শুভ জলযাত্রা!

১৬/২৬১

গ্রিনহাউস গ্যাস কমাতে জল পরিবহনের উপযোগিতা অন্য দেশের মতো ভারতকেও উৎসাহিত করেছে। পরিবেশ ও বাণিজ্যমন্ত্রকের সঙ্গে জাহাজ পরিবহনমন্ত্রক এক যৌথ নীতি প্রণয়ন করতে চলেছে। যার উদ্দেশ্য জলপথে পণ্য পরিবহনে পুরস্কার। যে সংস্থা অন্তর্দেশীয় বন্দরের মধ্যে পণ্য পরিবহন করবে, তাকে কার্বন ক্রেডিট পয়েন্ট দিয়ে পুরস্কৃত করা হবে। ফলে উপকূল জাহাজ পরিবহন চাঙ্গা হবে। বর্তমানে ৭ হাজার ৫০০ কিলোমিটার ব্যাপী উপকূল বরাবর অবস্থিত দুশোরও বেশি বন্দর দিয়ে অন্তর্দেশীয় মাল পরিবহনের মাত্র ৬ শতাংশ ঘটে।

কী বুদ্ধি!

১৬/২৬২

সিঙ্গাপুরের বিরুদ্ধে অন্য দেশের পরিবেশ নষ্ট করার অভিযোগ। অভিযোগ 'গ্লোবাল উইটনেস' নামের এক আন্তর্জাতিক সংস্থার। তারা বলছে দেশের সীমা বাড়াতে অন্য দেশ থেকে সামুদ্রিক বালি এনে সিঙ্গাপুর সমুদ্র ভরাট করছে। ১৯৬০ থেকে এইভাবে দেশটি আয়তন কুড়ি শতাংশ বেড়েছে। এই বালির বেশিটাই রফতানি করে মালয়েশিয়া, ইন্দোনেশিয়া ও ভিয়েতনাম। পরিবেশজনিত কারণে বালি রফতানিতে ৩টি দেশ এখন গররাজি। সমুদ্র থেকে বালি তুললে জলের মান খারাপ হয়, জল নোংরা হয়। সামুদ্রিক ঘাস, প্রবালসহ অনেক সামুদ্রিক প্রাণী ও উদ্ভিদ নষ্ট হয়ে যায়। সিঙ্গাপুর তাই কম্বোডিয়ার সঙ্গে কথা বলছে। ভবিষ্যতে নাকি কথা বলবে ভারত ও পাকিস্তানের সঙ্গেও। এইসব খবর দিল সর্বোদয় প্রেস পত্র।

পুনঃমুদ্রণের সময় অনুগ্রহ করে 'পরিষেবা' কথাটি উল্লেখ করবেন। মুদ্রিত লেখাটি সার্ভিস সেন্টারের ঠিকানায় পাঠান

নিউজি ল্যান্ডমাইন ১৬/২৬৩

নিউজিল্যান্ডে সিংহভাগ ফল ও সবজিতে বিষ। সমীক্ষা বলছে, এই বিষের পরিমাণ ৯৪ শতাংশ। এই ফলের মধ্যে কমলালেবু, আঙুর, শশা সবই আছে। ১৮টি বিভিন্ন কীটনাশক পাওয়া গেছে আঙুরের ২৪টি নমুনায়, শশার ১১টি নমুনায় পাওয়া গেছে নিষিদ্ধ এন্ডোসালফান। নিউজিল্যান্ড এই বিষ বাতিল করেছে ২০০৮-এ। তবুও এমন ঘটছে। এই নিয়ে ওদেশের ফুড সেফটি অথরিটির চিন্তা বাড়ল। খবর দিয়েছে পেস্টিসাইড অ্যাকশন নেটওয়ার্ক।

সরষেতে! ১৬/২৬৪

দুই সরকারি খাবার পরীক্ষক বরখাস্ত হলেন। বরখাস্ত করল চেন্নাই পুর নিগম। বি সুন্দররাজ ও কে জবরাজ শোবনকুমার এই বরখাস্ত পরীক্ষকদের নাম। দুজনেরই ভেজাল ও ভেজালকারী ধরায় দুর্বলতা ছিল। ভেজাল ধরেও ভেজালকারীর বিরুদ্ধে আইন মোতাবেক পদক্ষেপ তাঁরা নেননি, ভেজাল দ্রব্যও দোকানের তাক থেকে নামেনি। ঘটনাটি ঘটেছে পুর নিগমের নুংগামবক্কম ও বেসিনব্রিজ এলাকায়। জানাচ্ছে টাইমস অফ ইন্ডিয়া ৭ নভেম্বর ২০১০।

দেশজ ভেষজ ১৬/২৬৫

ভেষজে পক্ষাঘাত সারে। এই চিকিৎসার চল এদেশে বহুদিন। আজাদির আগে থেকে। লোকমুখে এর নাম বেলামবর-চিকিৎসা। ওষুধের নাম সঞ্জীবনী বা রামবন।

এর চিকিৎসাকেন্দ্র কর্ণাটকে। কর্ণাটকের কারওয়ার জেলার আঙ্কোলার বেলামবর গ্রামে। বংশ পরম্পরায় এখানে এই চিকিৎসা করে চলেছেন গৌড়া পরিবার। আরোগ্যের হার শতকরা ১০০। সঞ্জীবনী বা রামবন রফতানি হয় ইংল্যান্ড, জার্মানি, আমেরিকা, জাপান, শ্রীলঙ্কা ও মধ্যপ্রাচ্যে। ১৯২৭-এ এখানে পক্ষাঘাতে আক্রান্ত গান্ধীর চিকিৎসা হয়, গান্ধী এখানের ওষুধে আরোগ্য লাভ করেন। লোকসভা প্রাক্তন স্পিকার বলরাম জাখরেরও পক্ষাঘাত নিরাময় এখানে হয়েছিল। আগ্রহীরা চাইলে, মি.হনুমন্ত গৌড়া, বৈদ্য বম্মু, শিবু গৌড়া, বেলামবর, আঙ্কোলা ৫৮১ ৩১৪, জেলা কারওয়ার, কর্ণাটক এই ঠিকানায় যোগাযোগ করতে পারেন। ফোন করতে চাইলে ডায়াল করুন ০৮৩৮-২৩০৬৩৭, ০৮৩৮-৬৩০৬৩৭। এই খবরের সূত্র আগস্ট ২০১০-এর আমরুথ পত্র।

প্রকাশিত হয়েছে

বাড়ি থেকে বিদ্যালয়ে প্রবেশ। এর মাঝের সময়টা শিশুর বড় হওয়ার জন্য খুব জরুরি। তার মনের লালন, বিকাশ এই সময় সাহচর্য চায়। ঘর থেকে শিশু বাইরে বেরোয়। চারপাশ দেখে, জানে ও বুঝতে চায়। এই বোঝানোর কাজ করতে হয়, প্রকৃতি-পরিবেশের সঙ্গেও তাকে ধীরে ধীরে মিশিয়ে দিতে হয়, মিলিয়ে দিতে হয়। এইজন্য কোথাও কোথাও প্রাক্ প্রাথমিক শিক্ষাকেন্দ্র আছে। সেই কেন্দ্রের শিক্ষক বা যে কোনো অভিভাবক এই সময় শিশুকে কী শেখাবেন, কীভাবে শেখাবেন তা পাতায় পাতায় এই বইতে। হাতে কলমে শেখাতে ছবিই বেশি। এই শিক্ষার পাঠক্রম, শংসাপত্র ইত্যাদির খসড়াও আছে। রয়েছে এক ছড়ার সংগ্রহও।

ডবল ডিমাই (৭"x১০") সাইজে ১৬ পয়েন্টে হোয়াইট প্রিন্টে ছাপা , পাতা সংখ্যা ৪৮, মূল্য : ৪০ টাকা, প্রথম সংস্করণ : মার্চ ২০১০

যোগাযোগ | ডেভলপমেন্ট রিসার্চ কমিউনিকেশন অ্যান্ড সার্ভিসেস সেন্টার, ৫৮ এ, ধর্মতলা রোড, কসবা, বোসপুকুর, কলকাতা ৭০০ ০৪২, **দূরভাষ :** ২৪৪২ ৭৩১১, ২৪৪১১৬৪৬

সংবাদ সংগ্রহ ও প্রচারে সার্ভিস সেন্টার, ৫৮এ, ধর্মতলা রোড, বোসপুকুর, কসবা, কলকাতা-৭০০ ০৪২, ফোন ২৪৪২৭৩১১, ২৪৪১১৬৪৬, গ্রাহক চাঁদা বার্ষিক-৫০ টাকা (সডাক)
সহযোগী সম্পাদনা ও হরফ বিন্যাস - শিপ্রা দাস, রূপায়ণ - অভিজিত দাস
সম্পাদক - সুব্রত কুন্ডু